দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 FEB 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

02

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার, ২৪শে মাঘ, ১৩৯৪

গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়

পত্রিকান্তরের একটি খবরে জানা যায়, দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে ফরিদপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জীর্ণদশায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের বেড়া নাই, নাই প্রয়োজনীয় কোনো বেঞ্চ। ভয়াবহ বন্যা ও ঝড়ের পর অনেক বিদ্যালয় কোনোরকমে দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদ্যালয় ভবনগুলির কোনো সংস্কার হয় না। অনেক ঘরের খুঁটি, চালের কাঠ ইত্যাদি খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। ফলে যে কোনো মুহূর্তে ঘর ধসিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়া খবরটিতে বলা হয় যে, ফরিদপুর জেলায় মোট ৬৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৪৪টি সরকারী এবং ৮৮টি বেসরকারী। এইসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫০টি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য বসারও অযোগ্য। ইহাছাড়া স্কুলগুলিতে শিক্ষকের স্বল্পতার জন্যও লেখাপড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। কোনো কোনো স্থানে ৬ জন শিক্ষকের স্থলে দুইজন অথবা তিনজন শিক্ষক রহিয়াছেন। এই সার্বিক পরিস্থিতি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোটেই যে অনুকূল নয়, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। আর এই অবস্থা কেবল ফরিদপুর অঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ইহা সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থারই একটি খণ্ডচিত্র মাত্র।

শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা বিকাশের প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূর করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির দিকে যে বিশেষভাবে যত্নবান হইতে হইবে তাহাও কাহারো না জানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সার্বিকভাবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত। সেখানে বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থার চিত্র যেমন চোখে পড়ে, তেমনি চোখে পড়ে শিক্ষকের স্বল্পতা। দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষার' কর্মসূচী নাকি রহিয়াছে। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার অবস্থা এমনিই শোচনীয়। সেখানে না আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, না আছে সাজ-সরঞ্জাম, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ প্রভৃতি আসবাবপত্র, না আছে উপযুক্ত স্কুলভবন। জরাজীর্ণ স্কুলভবনগুলিতে ভাঙ্গা চেয়ার-বেঞ্চে বসিয়াই কোনোরকমে লেখাপড়ার কাজ চলে। এই অবস্থার মধ্য দিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুর্দশাই আরো বৃদ্ধি পাইতেছে। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে যেখানে আসনের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়াই সমস্যা, সেখানে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করার মতো।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই প্রয়োজন। কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কোনো সচেতনতা দেখা যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলির জরাজীর্ণ অবস্থার মতোই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাও নানা সমস্যায় জর্জরিত। কিছুদিন আগে এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিলো, গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। প্রাথমিক স্তরেই ড্রপ-আউট বা স্কুলত্যাগী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। বহু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই শিক্ষাজীবনই ছাড়িয়া আসিতে হয়। এই দুরবস্থা হইতে প্রাথমিক শিক্ষাকে মুক্ত করিতে না পারিলে শিক্ষার সার্বিক উন্নতি ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ যে অসম্ভব হইয়া পড়িবে তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে।